

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৪৭০

১/ বিবিধ

আরবী

الوضوء من كل دم سائل ضعيف

أخرجه الدارقطني في " سننه " (ص 157) من طريق بقية عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال: قال تميم الداري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعله الدارقطني بقوله: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري، ولا رآه، واليزيدان مجهولان، وأقره الزيلعي في " نصب الراية " (1 / 37) قلت: وبقيه مدلس وقد عنعنه كما ترى، فهذه علة أخرى

وقال عبد الحق في " الأحكام الكبرى " (ق 13 / 2) : وهذا منقطع الإسناد ضعيفه والحديث رواه ابن عدي في ترجمة أحمد بن الفرغ عن بقية حدثنا شعبة بسنده عن زيد بن ثابت مرفوعا، قال الزيلعي: قال ابن عدي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد هذا، وهو ممن لا يحتج بحديثه لكنه يكتب، فإن الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه، انتهى

وقال ابن أبي حاتم في " كتاب العلل " : أحمد بن الفرغ كتبنا عنه ومحلّه عندنا الصدق قلت: أحمد بن الفرغ هذا حمصي ويلقب بـ " الحجاري " وقد ضعفه جدا محمد بن عوف وهو حمصي أيضا فهو أدري به من غيره، فقال فيه: كذاب، وليس عنده في حديث بقية أصل، هو فيها أكذب خلق الله، إنما هي أحاديث وقعت له في ظهر قرطاس كتاب صاحب حديث في أولها مكتوب: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا

بقية ... ثم اتهمه بشرب الخمر في كلام له رواه الخطيب (4 / 341) قال في آخره:
 فأشهد عليه بالله أنه كذاب، وكذلك كذبه غيره من العارفين به فسقط حديثه جملة ولم
 يجز أن يستشهد به فكيف يحتج به؟
 ثم رجعت إلى ابن عدي في " الكامل " فرأيته يقول (ق 44 / 1) بعد أن ساق الحديث:
 ولبقية عن شعبة كتاب، وفيه غرائب، وتلك الغرائب ينفرد بها بقية عنه وهي محتملة،
 وهذا عن شعبة باطل
 والحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم، والأصل البراءة، كما
 قرره الشوكاني وغيره، ولهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء، وهو
 مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة وسلفهم في ذلك بعض الصحابة، فروى ابن أبي
 شيبة في " المصنف " (1 / 92) والبيهقي (1 / 141) بسند صحيح: " أن ابن عمر
 عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ " ثم
 روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة
 وقد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى
 فيها، (راجع صحيح البخاري مع فتح الباري ج 1 ص 222 – 224) وتعليقي على "
 مختصر البخاري " (1 / 57)

বাংলা

৪৭০। প্রত্যেক প্রবাহিত খুনেই (রক্তেই) ওয়ু করতে হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী তার “সুনান” গ্রন্থে (পৃ. ১৫৭) বাকিয়া সূত্রে ইয়াযীদ ইবনু হতে এবং তিনি তামীমুদ দারেমী হতে ... বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী তার দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ উমার ইবনু আদিল আযীয তামীমুদ দারেমী হতে শুনেনি এবং তিনি তাকে দেখেনও নি। এ দুই ইয়াযীদ মাজহুল।

যায়লাঈ "নাসাবুর রায়" গ্রন্থে (১/৩৭) তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ বাকিয়া মুদাল্লিস আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। এটি আরেকটি দোষ। আব্দুল হক

“আল-আহকাম” গ্রন্থে (কাফ ১৩/২) বলেনঃ এটির সনদ মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন)।

হাদিসটি ইবনু আদী আহমাদ ইবনু ফারাজের জীবনীতে বাকিয়া ... হতে বর্ণনা করেছেন। যায়লাঈ বলেনঃ ইবনু আদী বলেছেনঃ আহমাদ ছাড়া হাদীসটি অন্য কারো মাধ্যমে চিনি না। আর তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যাদের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু লিখা যায়। কারণ লোকদের নিকট সে দুর্বল হলেও তার হাদীস হাদীস হিসাবে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে বলেনঃ আহমাদ ইবনু ফারাজ থেকে আমরা লিখেছি, আমাদের নিকট তার অবস্থান সত্যবাদী হিসাবে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আহমাদ ইবনু ফারাজ হচ্ছেন হিমসী। হিজাজী হচ্ছে তার উপাধী। তাকে মুহাম্মাদ ইবনু আউফ নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনিও হিমসী, অতএব তিনি তার সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশী জানেন। তিনি তার সম্পর্কে বলেনঃ তিনি মিথ্যুক তার নিকট বাকিয়ার হাদীসের কোন ভিত্তি নেই এবং তাতে তিনি আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে বেশী মিথ্যুক,

অতঃপর তিনি তাকে তার ভাষায় মদ পান করার দোষে দোষী করেছেন। যা খাতীব বাগদাদী (৪/২৪১) বর্ণনা করেছেন এবং তার শেষে বলেছেনঃ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি মিথ্যুক।

অনুরূপভাবে তার সম্পর্কে যারা জানেন তারাও তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অতএব কীভাবে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায়। ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (কাফ ৪৪/১) বলেছেনঃ ... এ হাদীসটি (বাকিয়া সূত্রে) শু'বা হতে বাতিল।

হক কথা এই যে, রক্ত বের হলে ওয়ু ওয়াজিব হয় এ মর্মে বর্ণিত হাদীসগুলো সহীহ নয়। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, যা বর্ণিত হয়নি তা হতে বেঁচে চলা ও মুক্ত থাকাই হচ্ছে আসল। যেমনভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন শাওকানী ও অন্যরা। রক্ত বের হলে ওয়ু নষ্ট হয় না এটিই হিজাজীদের এবং মদীনার সাত ফাকীহগণের এবং তাদের পূর্ববর্তীদেরও সিদ্ধান্ত।

ইবনু আবী শায়বা “আল-মুসান্নাফ” গ্রন্থে (১/৯২) এবং বাইহাকী (১/১৪১) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেনঃ ইবনু উমার তার চেহারার ব্রন (ছোট ফোঁড়া) টিপ দিলে কিছু রক্ত বের হয়ে যায়। তিনি তা তার দুই আংগুলের মধ্যে ঘষে ফেলেন। অতঃপর ওয়ু না করে সালাত আদায় করেন।

ইবনু আবী শায়বা আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাঃ) হতে সহীহ বর্ণনায় এসেছে, তিনি তার সালাতের মধ্যে রক্ত থুথু ফেলেন তার পরেও সালাত অব্যাহত রাখেন। দেখুনঃ “সহীহুল বুখারী ফতহুল বারী সহ” (১/২২২-২২৪) এবং “মুখতাসার বুখারীর” (১/৫৭) উপর আমার টীকায়।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68055>

হাদিসবিডিৰ প্ৰজেক্টে অনুদান দিন